তুমি যদি না ছাড়িতে যাইত না ছেড়ে।
ভাল যদি চাস্ তবে এনে দে আমারে।।"
পুনঃ বলে "নারে দাদা! তোর দোষ নাই।
এইরূপে লীলা করে গোলোকের সাঁই।।
"জগত পতির, খেলা বুঝিবারে নারি।
যুগে যুগে এইরূপে বহু লীলাকারী।।"
শেষে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল ওড়াকান্দী।
হরিচাঁদ বলিয়া ফিরিত কাঁদি কাঁদি।।
বড়কর্ত্তা গুরুচাঁদ সঙ্গেতে ভ্রমণ।
দুষ্ট দুরাচার সব করিত দমন।।
কিছুদিন পরে গুরুচাঁদকে কহিয়া।।
তীর্থে ভ্রমণের ছলে গেলেন চলিয়া।।
ফিরে না আসিল আর গিয়ে তীর্থধাম।
তীর্থে তীর্থে করিতেন হরিচাঁদ নাম।।
প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হ'ল অবনীতে।।
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা, শূদ্র, সাধু-নর।
ছত্রিশ বর্ণের লোক হ'ল একত্তর।
মহানন্দ চিদানন্দ গোলোক আদেশ।
হরিলীলা রচিবারে নরহরি বেশ।।
প্রভু গুরুচাঁদ পাদপদ্ম ভেবে হৃদে।
রচিল তারকচন্দ্র ভেবে হরিচাঁদে।।

শ্রীহরি-গুরুচাঁদ আবির্ভাব

হরিচাঁদ জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগুরুচরণ।
গুরুচাঁদ নাম বলে সব ভক্তগণ।।
ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত ছিল যত জনে।
ঠাকুর স্বরূপ বলি গুরুচাঁদে জানে।।
নির্জ্জনেতে ভাবি হরিচাঁদের চরণ।
প্রভু গুরুচাঁদ অবতীর্ণ কোন জন?
বহু চিন্তা করিলাম বড়ই কঠোর।
যোগাসনে রাত্রি হ'ল দ্বিতীয় প্রহর।।
এ সময়ে আচম্বিতে শব্দ এক হয়।
শূন্য হ'তে শুনা গেল দৈববাণী প্রায়।।
বলিলেন "তোরা সবে ইষ্টজ্ঞানে সেব।
হরিচাঁদ পুত্র গুরুচাঁদ মহাদেব।।"
মহাদেব কেন জন্ম নিল এই ঠাঁই?
ধ্যান-তুল্য-ভাবনা বিজ্ঞান জ্ঞানে পাই।।
তাই লিখি চিন্তিয়া যা পাই ব্যবস্থায়।
শঙ্কর নন্দন হ'ল গণেশ তাহায়।।
পার্ব্বতী মা পুত্র ইচ্ছা করিলেন মনে।
'পুত্র চাই' জানাইল শিব সন্নিধানে।।
শিব বলে 'মম শাপ আছে পূর্বাকালে।
নিজ স্ত্রীর গর্ভে কারো জন্মিবে না ছেলে।।
তুমি আমি বিহারিনু আনন্দ কাননে।
রতি ভাঙ্গিবারে চেষ্টা করে দেবগণে।।
ময়ূরকে পাঠাইল তা'কে দেই শাপ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছয় প্রস্তাব।।
ময়ুরে দিলাম শাপ দেবতা সহতে।
পুত্র না জন্মিবে কা'র স্বপত্নী গর্ভেতে।।
তবে যদি ওগো দেবী! পুত্র বাঞ্ছা কর।
করহ 'পুণ্য-ব্রত' শতেক বৎসর।।'
তাহা শুনি হৈমবতী ব্রত আরম্ভিল।
শতবর্ষ পরে সেই ব্রতপূর্ণ হ'ল।।
ব্রত পূর্ণ-অন্তে দেবী হরিষ অন্তরে।
হরিদ্রা লইয়া যান স্নান করিবারে।।
স্নান করি এসে দেবী করে দরশন।
শয্যা পরে আছে পুত্র করিয়া শয়ন।।
হেনকালে আসিয়া কহেন মৃত্যুঞ্জয়।
'পেয়েছে সাধের পুত্র ধরহ হৃদয়।।
ব্রতপূর্ণ ফলে পুত্র পেয়েছে শঙ্করী।
পুত্ররূপে কোলে পেলে গোলোকবিহারী।।